কাঁঠাল

পঞ্চানন কুন্ডু

এই ফুল, ফুল .... এই ফুলটুসী — শয়তানীটা গেল কোথায়? আক্ষেপটা ওর ষাট বছরের ঠাম্মার। মাত্র এগার বছরের এক রত্তি মেয়ে ফুল। ঠাম্মার ইহকাল পরকালের একমাত্র সম্পদ — নয়নের মনি।

বন্দিপুর হাই স্কুলের পাশের পিচের রাস্তার দক্ষিণে ছোট এককামরা ঘরে ফুল আর ওর ঠাম্মা থাকে।

আজ তিন চার দিন ধরে ফুল সকাল সাতটা নাগাদ ঘর থেকে বেরিয়ে পিচের রাস্তা যেটা রহড়া বাজারে গ্যাছে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। মালভর্তি ভ্যান রহড়া বাজারের দিকে যাচ্ছে। কোনটাতে শাক-সব্জি, কোনটাতে আম। আবার কোনটায় ভুর ভুরে গন্ধছড়ান কাঁঠাল যায়। কাঁঠালের ভ্যান দেখলে ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ফুল। বলে একটু দাঁড়াও। ভ্যান-ওয়ালা ব্রেক কষে। ফুল কাঁঠালগুলো টিপে টিপে দ্যাখে। শুঁকে শুঁকে দ্যাখে। তারপর বলে, যাও, চলে যাও। আজ পয়সা নেই, কিনতে পারলাম না। দেখি কাল পারি কি না। কাঁঠালের ভ্যান ব্যঙ্গ হেসে চলে যায়।

ঠাম্মার চেঁচানি শুনে রাস্তা থেকে ঘরে ফেরে ফুল। আচমকা ঠাম্মার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, জান ঠাম্মা, কি সুন্দর সব কাঁঠাল গেল ভ্যান ভর্তি হয়ে। পাকা টস্-টসে। গন্ধ ভুরভুরে। খুব খেতে ইচ্ছে করে। জিবে জল রাখা যায় না। একটা কাঁঠাল আনবে ঠাম্মা—বলনা।

ঠাম্মা চারটে বাড়ির কাজের মানুষ। মাসে চার-পাঁচশো টাকা আয়। মাসের প্রথম দিকে সস্তা শাক ও টি। আর শেষের কয়েকদিন দুজনে কাঁচা আটা নুন দিয়ে গুলে খাওয়া। তাই ফুলের কথার জবাব ঠাম্মার কাছে নেই। তিনি কথার মোড় ঘোরান। সিঁতির কাছ থেকে কটা উকুন মেরে দে তো, বড্ড খুঁচে খাচ্ছে।

কিন্তু কাঁঠালের চিন্তা ফুলের জিব থেকে যায় না। উকুন বাছতে বাছতে বলে, কাল বিকেলে ইস্কুল থেকে এসে পাশের ঘরের নিলু রসা কাঁঠাল দিয়ে ভাত খাচ্ছিল। দেখলাম এইসা বড় কাঁঠাল রান্নাঘরের দেওয়ালে হ্যালান দেওয়া রয়েছে। জান ঠাম্মা, কাঁঠাল আমি খুব ভালবাসি। কাল একটা ছোট দেখে রসা কাঁঠাল আনো না, তোমার পায়ে ধরি ঠাম্মা। অসহিষ্ণু ঠাম্মা বলেন, সেই কপাল কি লক্ষ্মীছাড়ী, শনিমুখী তুই করে এসেছিস? নইলে মা-টা তোকে ফেলে রেখে এক মিনসের সাথে ভেগে গেল। তার আগে বাবাটা পার্টি করতে গিয়ে বোমার ঘায়ে মরে গেল। তুই তো হতভাগিনী। তুই-ই বা বেঁচে আছিস কেন? কেন বেঁচে আছিস! তিনি কুক্ ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এখন রাত অনেক। পাশের নিলুদের রান্নাঘর থেকে কাঁঠালের সুবাস ফুলটুসীদের ঘরে ভেসে আসছে। ফুলটুসী ভাবল, নিলুদের রান্নাঘরে তালা দেয় না। শুধু শিকল দেয়। সে উঠল বিছানা থেকে। ঘোর অন্ধকারে চুপি-সাড়ে নিলুদের রান্না ঘরে ঢুকল। আর তখনই একটা বিড়াল পালাতে গিয়ে একটু বাসন নড়ার শব্দ হল। শব্দটা তখনও জেগে থাকা নিলুর মা-বাবার কানে গেল। নিলুর বাবা নিঃশব্দে একটা হাত পাখা হাতে নিয়ে বিড়াল তাড়াতে রান্না ঘরে ঢুকে ইলেকট্রিক লাইট্ জ্বেলেই অবাক হয়ে দেখল ফুলটুসী দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। আর তার ঠাম্মা রান্না ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

নিলুর বাবা রতনবাবু ফুলটুসীর ঠাম্মা লক্ষ্মীদেবীকে বল্লেন, বাঃ বাঃ লক্ষ্মীদি! রাত দুপুরে নাতনিকে নিয়ে চুরি করছেন!

লক্ষ্মীদেবী সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন, মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন।

তখন রতনবাবু ফুলটুসীর কাছে কী চুরি করেছে জানতে চাইলেন। ফুলটুসী কেঁদে ফেলে বল্ল, কিছু চুরি করিনি। রতন বাবু বল্লেন, বটে আবার মিথ্যা কথা! তিনি সজোরে ফুলটুসীর মাথায় মুখে পাখা দিয়ে মারলেন। পাখার ঘায়ে ফুলটুসীর চোখের কোনা ফেটে রক্ত বের হতে লাগল। তখন লক্ষ্মী দেবী আঁচল দিয়ে ফুলটুসীর চোখ চেপে ধরে নিজের ঘরে ন্যাকড়া দিয়ে ফাটা জায়গা ভাল করে বেঁধে দিলেন।

তারপর নাতনী-ঠাম্মা পাশাপাশি শুয়ে পড়লেন। লক্ষ্মীদেবী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ফুলটুসী ঠাম্মার আঁচল টেনে নিয়ে ঠাম্মার দুই চোখ মুছে দিল। ঠাম্মার কান্না থামল। ফুলটুসী জিজ্ঞাসা করল, ঠাম্মা তুমি ওদের ঘরে গিছিলে কেন? ঠাম্মা — আগে বল তুই কেন গিছিলি?

—অমি কাঁঠাল খেতে গিছিলাম। এবার বল তুমি কেন গিছিলে?

ঠাম্মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বল্লেন, তোর জন্য চুরি করতে!

— আমার জন্য কী চুরি করতে গিছিলে ঠাম্মা?

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঠাম্মা বল্লেন, কাঁঠাল!

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com